মহাভারত

নারীপর্ব্ব

কাশীরাম

সূচিপত্র

- বৈশম্পায়নের প্রতি জন্মেজয়ের প্রশ্ন 2
- শতপুত্র নাশে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও তাঁহার সান্ত্বনা 2
- ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ 5
- ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক লৌহ-ভীম চূর্ণ করণ 9
- গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের যুদ্ধস্থলে গমন ও স্ব স্ব পতি পুত্রের মৃতদেহ দর্শনে খেদ 11
- মৃত পতি পুত্রাদি দর্শনে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের বিলাপ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অনুযোগ 13
- শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর শাপ 17
- যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক মৃত স্বজনগণের শরীর সৎকার 17
- শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস ও নারদের নানা উপদেশে যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন 21

www.bengaliebook.com

বৈশম্পায়নের প্রতি জন্মেজয়ের প্রশ্ন

জন্মেজয় বলিলেন শুন মহাশয়।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুনি ঘুচিল সংশয়।।
একাদশ অক্ষৌহিনী সমরে পড়িল।
তিন জন মাত্র তাহে রক্ষা যে পাইল।।
পরে কি হইল মুনি বলহ আমারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।।
কি করিল শুনি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে।
সান্ত্বনা করিল কহ কোন্ কোন্ লোকে।।
দুর্য্যোধন হেন পুত্র মরিল যাহার।
কেমনে শোকেতে প্রাণ রহিল তাহার।।
গান্ধারী কিমতে বাঁচিলেন পুত্রশোকে।
বিবরিয়া সেই সব বলহ আমাকে।।
মৃত তনু কোনমতে হইল সৎকার।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয় সংহার।।
মুনি বলে শুন রাজা সে সব কথন।
যে কর্ম্ম করিল শোকে কৌরবনন্দন।।
সঞ্জয় কহিল ধৃতরাষ্ট্র নৃপবরে।
সেই সব বিবরণ কহিব তোমারে।।

শতপুত্র নাশে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও তাঁহার সান্ত্বনা

দুর্য্যোধন-মৃত্যুকথা, সঞ্জয় কহিল তথা,
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল প্রভাতে।
যেন হৈল বজ্রাঘাত, আকাশের চন্দ্রপাত,
কর্ণ যেন রুদ্ধ হৈল বাতে।।
সকল পৃথিবীপতি, দুর্য্যোধন মহামতি,
বলে ইন্দ্র না হয় সোসর।
হেন পুত্র যার মরে, সে কেমনে প্রাণ ধরে,
শোকেতে হইল জর জর।।
পুত্রশোকে নরপতি, বিহবল পড়িল ক্ষিতি,
নয়নে ঝরয়ে জলধার।
বায়ুভগ্ন যেন তরু, শোক হৈল অতি গুরু,
পড়িয়া করয়ে হাহাকার।।
একশত পুত্র আর, মরিলেক পরিবার,
সঞ্জয় কহিল নৃপবরে।
হা পুত্র হা পুত্র করি, পড়ে কুরু অধিকারী,
বজ্রাপাত পড়ে যেন শিরে।।
বিধি কৈল হেন দশা, মনে ছিল যত আশা,
দূর হৈল দৈবের ঘটন।
শতপুত্র বিনাশিল, একজন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তপূণ।।
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
শোকে মম না রহে শরীর।
আমারে সঞ্জয় কহ, কোথা তার পিতামহ,
কোথা গেল দ্রোণ মহাবীর।।
কোথা কর্ণ মহীশুর, রিপু দপূ করি দূর,
কোথা গেল শকুনি দুর্ম্মতি।
কুমন্ত্রণা দিল মোরে, সে কারণে পুত্র মরে,
না শুনিল সুহৃদ ভারতী।।
আর্ত্তনাদ করি বীর, ভুমেতে লোটায় শির,
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন করি।
পড়ি আছে রাজ্যপাট, মানিক মন্দির খাট,
কি হইল কুরু অধিকারী।।
বৃদ্ধকালে পুত্রশোক, পড়িল অমাত্যলোক,
মরিল সুহৃদ বন্ধুজন।

করপুটে ভিক্ষা করি, হইল যে দেশান্তরী,
পৃথিবী করিব পর্য্যটন।।
আগার ললাট তটে, এ লিখন ছিল বটে,
কুরুকুল হইবে আঁধার।
সকল পৃথিবী শাসি, ভুঞ্জিয়া বিভবরাশি,
পরিচর্য্যা করিব কাহার।।
হইলাম অতি দীন, যেন পক্ষী পক্ষহীন,
জরাতে হারাই রাজ্যসুখ।
নয়নবিহীন তনু, যেন তেজোহীন ভানু,
কেমনে সহিব এত দুঃখ।।
আমারে সে হিত কাম, প্রবোধ দিলেন রাম,
তাহা আমি না ধরিনু মনে।
ভূপতি সভাতে আসি, কহিল নারদ ঋষি,
তাঁর বাক্য না শুনিনু কাণে।।
ভীষ্মদেব কুরুগুরু, মহামন্ত্রী কল্পতরু,
হিতকথা কহিল বিস্তর।
না শুনি তাহার বোল, বিপদেদিলাম কোল,
হাতে হাতে ফল পাই তার ।।
দুর্য্যোধন বধ ধ্বনি, দুঃশাসন মৃত্যুবাণী,
কর্ণ বধ কর্ণে নাহি সয়।
হৈল দ্রোণ বিনাশন, দগ্ধ হয় মম মন,
মোর বাক্য গুনহ সঞ্জয়।।
পূর্ব্বে করিয়াছি পাপ, সে কারণে পাইতাপ,
বিচারিয়া বল তুমি মোরে।
আপনার কর্ম্মভোগ, সুত বন্ধু এ বিয়োগ,
কর্ম্মবন্ধে ভোগ সবে করে।।
শুনহ সঞ্জয় তুমি, ইহা নাহি জানি আমি,
কখন ভীষ্মের পরাজয়।
সেজনে অর্জ্জুন মারে, একথা কহিব কারে,
মনে বড় জন্মিল বিস্ময়।।
যাঁর সঙ্গে ভৃগুরাম. করি রণ অবিশ্রাম,
প্রশংসা করিয়া গেল ঘরে।
তাঁহার হইল নাশ, শুনি মনে পাই ত্রাস,
সঞ্জয় কহিল আসি মোরে।।
দ্রোণ মহাবলবান, পৃথিবী না ধরে টান,
তাঁহারে মারিল ধনঞ্জয়।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা, কাটিল কর্ণের মাথা,
অর্জ্জুন করিল কুরুক্ষয়।।
আমা হেন দুঃখী জন, নাহি দেখি ত্রিভুবন,
আমার মরণ সমুচিত।
শীঘ্র মোরে লহ রণে, দেখাও পান্ডবগণে,
আমি সবে মারিব নিশ্চিত।।
যুড়িয়া ধনুকে বাণ, ভীমের বধিব প্রাণ,
পুত্রশোক সহিতে না পারি।
অর্জ্জুনের কাটি মাথা, ঘুচাইব মনোব্যথা,
ধর্ম্মে দিব হস্তিনানগরী।।
রাজার বচন শুনি, সঞ্জয় মনেতে গণি,
যোড়হাতে করে নিবেদন।
শুন শুন মহারাজ, সকলি বিধির কাজ,
বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ।।
তোমার সমান গুনী, পৃথিবীতে নাহি শুনি,
সংসারেতে তোমার আখ্যান।
বৃদ্ধ হৈতে বৃদ্ধোত্তম, নাহি কেহ তোমা সম,
শোকে কেন হও হতজ্ঞান।।
নরপতি পুন্যবান, সঞ্জয় তাহার নাম,
পুত্রশোকে ছিল সে পীড়িত।
নারদের উপদেশ, পাইলেন সবিশেষ,
তাহে তাঁর হৈল সুস্থ চিত।।

www.bengaliebook.com

আপনি সে সব কথা, অবশ্য আছেন জ্ঞাতা,
তবে কেন শোকে দেহ মতি।
জীবন মরণ যোগ, সুখ দুঃখে ভোগাভোগ,
কর্ম্মফলে হয় সে সঙ্গতি।।
সহজে দুর্ম্মতি জন, রাজা হয়ে দুর্য্যোধন,
সাধুজন বচন না শুনে।
দুঃশাসন মহাবীর, শকুনি পাপেতে ধীর,
বুদ্ধি দিল কৌরব নন্দনে।।
কর্ণ বলিলেন যত, তাহে মাত্র অভিরত,
কার বোল না শুনিল কাণে।
ভীষ্মদেব বুঝাইল, কর্ণে তাহা না শুনিল,
গান্ধাবীর বাক্য নাহি শুনে।।
গুরুজন বলে যত. উপহাস করে তত,
এ জনের কেমনে কল্যাণ।
দ্রোণ কৃপ বিধিমতে, বুঝাইল বিদ্যুরেতে,
প্রবোধ দিলেন ভৃগুরাম।।
পান্ডবে মাগিল গ্রাম, আসিলেন ঘনশ্রাম,
নীতি বুঝাইল নারায়ণ।
অসম্মত দুর্য্যেধন, কেবল মাগেন রণ,
কেন নাহি ত্যজিবে জীবন।।
না শুনে ব্যাসের বাণী, অহঙ্কার মনে গণি,
ধর্ম্মপত্র পরিহরি দূরে।
আপনি মধ্যস্থ হৈলা, কত তারে বুঝাইলা,
দৈবে যাবে শমনের পুরে।।
পাশা খেলাইল যবে, শকুনি কহিল তবে,
সর্ব্ব ধন হারিল পাণ্ডব।
কিংজিতং কিজিতং বলি, হইলা যে কুতুহলী,
কেন তাহা না ভাব কৌরব।।
ক্ষিতির করিয়া ক্ষয়, শত্রুর বাড়ালে জয়,
পুত্রগণ মরিল অকালে।
তুমি কেন শোক কর, আমার বচন ধর,
কি কারণ লোটাও ভূতলে।
জানিয়া করিলা পাপ, শেষে পাও মনস্তাপ,
অনুশোচ না কর তাহাতে।
আপনার কর্ম্ম যত, ফল হয় অনুগত,
বিজ্ঞজন মুগ্ধ হন তাতে।।
জ্বলন্ত অনশ কেন, বসনে বাঁধিয়া আন,
সে অগ্নিতে দহিবে শরীর।
এ সব আপন দোষে, কহি রাজা তব পাশে,
তাহে দোষ নাহিক বিধির।।
পুত্র তব মহাবলী, সুহৃদ বচন ঠেলি,
রাজ্যলোভ করিল দুর্জ্জয়।।
পূর্ব্বাপর না ভাবিল, অগ্নিতে পতঙ্গ হৈল,
তাহাতে হইল বংশক্ষয়।।
সঞ্জয়ের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হৈয়া নৃপমনি,
অতি দীর্ঘ ছাড়িল নিশ্বাস।
বিদুর পন্ডিত গুরু, উপদেশে কল্পতরু,
নৃপতিরে করিল আশ্বাস।।
উঠ উঠ মহারাজ, সকলি বিধির কাজ,
সবার মরণ মাত্র গতি।
যত দিন নিয়ত যার, সেই দিন মৃত্যু তার,
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি।।
মহা মহা বীর মরে, নিত্য যায় যমঘরে,
মৃত্যু বশ সব চরাচর।
সকল সংহারে কাল, নাহি তার কালাকাল,
অনুশোচ করহ অন্তর।।
পূর্ব্ব কথা মনে কর, শুন ওহে নৃপবর,
শকুনি খেলিল যবে পাশা।

সেই অনর্থের মূল, বিনাশিল কুরুকুল,
হাসি তুমি করিলা জিজ্ঞাসা।।
পাসরিলা সেই বানী, শুন অন্ধ নৃপমনি,
সে কথা নাহিক তব মনে।
এখনি ভাবহ শোক, নিন্দিবেক সর্ব্বলোক,
এই দশা হইল এক্ষণে।।
ক্ষত্রিয় নিধর করি, সম্মুখ সমরে মরি,
সবে গেল বৈকুণ্ঠ ভবনে।
এখন ত্যজহ শোক, আমার বচন রাখ,
দুঃখ ভাব কিসের কারণে।।
জীর্ণ বস্ত্র পরিহরি, যেন নব বস্ত্র পরি,
তেমতি শরীর পরিবর্ত্ত।
কেহ মরে গর্ভবাসে, কেহ মরে দশমাসে,
ক্ষিতিস্পর্শে হইয়া নিবর্ত্ত ।।
কেহ মরে বাল্যকালে, সকলি কর্ম্মের ফলে,
কেহ কারে মারিতে না পারে।
আমার বচন শুনি, শান্ত হও নৃপমণি,
শোক আর না কর অন্তরে। ।
বিদুরের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হইল নৃপমনি,
কিন্তু শোকে দহয়ে শরীর।
না শুনে বচন হিত, ধরিতে না পারে চিত,
ধৈর্য্যাকে ধরিতে নারে বীর।।
তবে আসি ব্যাস মুনি, বিদুর সঞ্জয় গুনী,
আর যত সুহৃদ সকলে।
শীতল সলিল সেচি, তালের বিউনী বিচি,
চেতন করান মহীপালে।।
সন্বিত পাইয়া পুনঃ শোক করি চতুগুণ,
কহে ধিক্ মনুষ্য জনমে।
পাই এত দুঃখ সব, পুত্রশোকে পরাভব,
ছার তনু নাহি যার কেনে।।
শত পুত্র বিনাশিল, একজন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তপূণ।
অনিত্য এ সব দেহ, চিরজীবী নহে কেহ,
প্রাণ রাখি কিসের কারণ।।
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
পুত্রশোক সহিতে না পারে।
ভাবয়ে বান্ধব শোক, ক্ষণে ভাবে পরলোক,
নির্ণয় করিতে কিছু নারে।।
হাহাপুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
দুর্ম্মুখ প্রভৃতি শত পুত্র।
ধরিতে না পারি হিয়া, লহ মোরে উদ্ধারিয়া,
শোকেতে দহিছে মোর গাত্র।।
ভারতের পুন্যকথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
গোবিন্দ চরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস।।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ

বিষাদ করয়ে নরপতি পুত্রশোকে।
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত পুরলোকে।।
তবে ব্যাস কহিলেন শুন নৃপবর।
গত জীব হেতু তুমি শোক কেন কর।।
আর শোক না করিহ গুনহ রাজন।
মন দিয়া শুন দুর্য্যোধনের কথন।।
একদা গেলাম আমি ব্রাহ্মার সভায়।
নারদাদি মুনিগণ আছিল তথায়।।

www.bengaliebook.com

হেনকালে পৃথিবী করিল নিবেদন।
পরিত্রাণ আমারে করহ পদ্মাসন।।
হরি করিলেন যত দানব সংহার।
ক্ষন্দ্রকুলে তাহারা জন্মিল পুনর্ব্বার।।
পৃথিবীর বাক্য শুনি দেব প্রজাপতি।
আশ্বাস করিয়া তাঁরে কহিল ভারতী।।
ধৃতরাষ্ট্র তনয় নৃপতি দুর্য্যোধন।
কুরুবংশে জন্মিবে সে বড়ই দুর্জ্জন।।
সে তোমার খন্ডাইবে ভার গুরুতর।
শুন বসুমতী তুমি আমার উত্তর।।
শুনিয়া কাশ্যপী স্তুতি অনেক করিলা।
যোড়হাত করি পুনঃ কহিতে লাগিলা।।
কেমন প্রকারে মোর ঘুচিবেক ভার।
কহ পিতামহ তার করিয়া বিস্তার।।
ব্রহ্মা কন কুরু পান্ডু ভাই দুইজন।
চন্দ্রবংশে উৎপন্ন হইবে বিচক্ষণ।।
পান্ডুর তনয় পঞ্চজন তুল্য দেব।
ধর্ম্ম ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব।।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির হইবে নন্দন।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আদি শত জন।।
রাজ্য হেতু বিবাদ হইবে দুইজনে।
পান্ডুর নন্দন যুধিষ্ঠির রাজা সনে।।
আপনি সহায় কৃষ্ণ হবেন তাঁহার।
কুরুক্ষেত্রে হইবেক ঘোর মহামার।।
কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্র যত সংহার হইবে।
শুন বসুমতী তব ভার না থাকিবে।।
যাহ যাহ বসুমতী আপনার স্থান।
দুর্য্যেধন হেতু তব হবে পরিত্রাণ।।
এত বলি পৃথিবীরে করিল বিদায়।
এই সব কারণ যে জানিনু তথায়।।
সেই দুর্য্যোধন হৈল তোমার তনয়।
কলি প্রবেশের অগ্রে শুন মহাশয়।।
মহামহীপাল হৈল মহা ক্রোধশালী।
গান্ধারী উদরে জন্মে সাক্ষাৎ যে কলি।।
সবে হৈল মহা ক্রোধশালী।
গান্ধারী উদরে জন্মে সাক্ষাৎ যে কলি।।
সবে হৈল দুর্নিবার শত সহোদর।
কর্ণ হৈল সখা তার শকুনি বর্ব্বর।।
ক্ষন্ত্রিয় বিনাশ হেতু অনর্থ অঙ্কুর।
শুন মহারাজ সব শোক কার দূর।।
কৌরব পান্ডবে হৈল ঘোরতর রণ।
কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বজন হইল নিধন।।
এই পূর্ব্ব কথা আমি জানাই তোমারে।
এত বলি ব্যাসদেব বুঝান তাঁহারে।।
হেনকালে সঞ্জয় করিয়া যোড়হাত।
করি এক নিবেদন শুন নরনাথ।।
নানাদেশ হইতে অনেক নরপতি।
অভ্যর্থিয়া আনিলেক তোমার সন্ততি।।
সবান্ধদে কুরুক্ষেত্রে হইল নিধন।
তা সবার প্রেতকর্ম্ম করহ রাজন।।
সঞ্জয়ের বাক্যে রাজা নিশ্বাস ছাড়িল।
মৃতবৎ হয়ে রাজা ধরণী পড়িল।।
বিস্তর প্রবোধ তারে দেয় বার বার।
রথসজ্জা করে কুরুক্ষেত্রে যাইবার।।
ধৃতরাষ্ট্র আপনি কহিল বিদুরেরে।
স্ত্রীগণে আনহ শীঘ্র গিয়া অন্তঃপুরে।।
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র রথেতে চাপিল।
স্ত্রীগণে আনিতে তব বিদু্যর চলিল।।

বিদুর বলিল শুন গান্ধার নন্দিনী।
কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন নৃপমণি।।
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য আর কর্ণ মহাজন।
শত ভাই দুর্য্যোধন ত্যজিল জীবন।।
একাদশ অক্ষৌহিনী ত্যজিল পরাণ।
প্রেতকর্ম্ম হেতু রাজা করিল প্রস্থান।।
পুত্রশোক শুনি দেবী হইল বিমনা।
অন্তঃপুরে কান্দি উঠে ছিল যত জনা।।
অন্দরে উঠিল ক্রন্দনের কোলাহল।
হার ছিঁড়ে বস্ত্র ছিঁড়ে লোটায় ভুতল।।
কপালে কঙ্কণাঘাত শুনি গন্ডগোল।
প্রলয়কালেতে যেন জলের কল্লোল।।
বিদুর বলেন ইহা উচিত না হয়।
কুরুক্ষেত্রে চল সবে রাজার আজ্ঞায়।।
বিদুরের বাক্য শুনি গান্ধারী তখন।
বধূগণ সঙ্গে করে রথ আরোহণ।।
ঘরে ঘরে মহাশব্দ উঠিল ক্রন্দন।
বাল বৃদ্ধ তরুণ কান্দয়ে সর্ব্বজন।।
দেবগণ নাহি দেখে যে সব সুন্দরী।
রণস্থলে যায় তারা একবস্ত্র পরি।।
সাধারণ জন সব দেখয়ে সবাকে।
এড়াইতে নারে কেহ দৈবের বিপাকে।।
সমান সকল দিন নাহি যায় কার।
দেখিয়া শুনিয়া লোক না করে বিচার।।
হ্রাস বৃদ্ধি কৌতুকাদি সৃজে নারয়ণ।
দেখিয়া না মানে তাহা অতি মূঢ়জন।।
একবস্ত্র পরিল রাজার পাটেশ্বরী।
পুত্রগণ শোকে মুক্ত হইল কবরী।।
শত শত দাসীগণ যার সেবা করে।
সে জন পড়িয়া কান্দে ভূমির উপরে।।
গলাগলি করি কান্দে যতেক সতিনী।
আহা মরি কোথা গেল কুরু নৃপমণি।।
কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশু ফেলাইয়া দূরে।
হা নাথ হা নাথ বলি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।।
মুক্তকেশে কান্দে কেহ শ্বশুরের আগে।
যোড়হাত করি দেহ স্বামীদান মাগে।।
কেহ বলে রাজ্য দেহ পান্ডব নন্দনে।
কেহ বলে কৃষ্ণ আসে তোমা বিদ্যমানে।।
কেহ বলে মিথ্যা কথা নাহিক সংগ্রাম।
কৌরব পান্ডবে প্রীতি হল পরিণাম।।
মিথ্যা কথা কেহ কহিল রাজার গোচরে।
কুশলে আছয়ে কুরু সংগ্রাম ভিতরে।।
এত বলি নারীগণে করয়ে করুণা।
তা শুনি রাজার মনে লাগিল বেদনা।।
চারিভিতে বেড়িয়া কাঁদে ঘত নারী।
নগরে বাহির হৈল কুরু অধিকারী।।
গান্ধারী চাপিল রথে যত বধূ সঙ্গে।
শোকাকুল সকলেতে বস্ত্র নাহি অঙ্গে।।
বিচার নাহিক আর শোকে অচেতনা।
হতপতি নারীগণ হইল উন্মনা।।
পরিল বসন কেহ করিয়া যতন।
অঙ্গেতে তুলিয়া দিল নানা আভরণ।।
চরণে নূপুর পরে দোসারী মুকুতা।
সিন্দূর পরিল কেহ করি পূর্ণ সিথাঁ।।
চন্দনের বিন্দু তার চারিদিকে দিল।
সুন্দর অলকা তাহে বেষ্টিত করিল।।
তাম্বুল ভক্ষণ করি নানা গীত গায়।
চরণে ণূপুর কেহ করি নাচিয়া বেড়ায়।।

কেহ অসিচর্ম্ম করে বীরবেশ ধরি।
ধেয়ে যায় কুরুক্ষেত্রে প্রতি অনুসরি।।
মুক্তকেশা আম্রশাখা লয়ে কত জনা।
কেহ পথে পড়ে, কেহ শোকে অচেতনা।।
অনেক চলিল নারী পতি পুত্র শোকে।
প্রবোধ করিতে তারে নারে কোন লোকে।।
হস্তিনা হইল শূণ্য কেহ না রহিল।
রাজার সঙ্গেতে রাজবধূগণ চলিল।।
প্রথম বয়সে কেহ দেখিতে উত্তমা।
মুক্তকেশে খায় যেন সোণার প্রতিমা।।
হেনমতে কুরুক্ষেত্রে যায় নরপতি।
সঙ্গেতে নাহিক রথ সৈন্য ঘোড়া হাতী।।
যুবতী সমূহ সঙ্গে চলিল রাজন।
শূন্য হৈতে কৌতুক দেখয়ে দেবগণ।।
শোকাকুল হয়ে পথে যায় নরপতি।
হেনকালে অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি।।
কৃতবর্ম্মা সহ পথে হৈল দরশন।
নিরখিয়া রাজাকে আইল তিনজন।।
পরিচয় নৃপতিকে দিল আপনার।
ধৃতরাষ্ট্র বলে তবে কহ সমাচার।।
কৃতাঞ্জলি হয়ে বলে সেই তিনজন।
অবধানে শুন রাজা সব বিবরণ।।
মুখে না আইসে বাক্য কহিতে ডরাই।
কহিবার যোগ্য নহে মনে দুঃখ পাই।।
শুন কহি মহারাজ সব সমাচার।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয় সংহার।।
একাদশ অক্ষৌহিনী সকলি মরিল।
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ এড়াইল।।
দৈবে না হইল তিন জনার মরণ।
শত ভাই সহিত পড়িল দুর্য্যোধন।।
করিল দুষ্কর কর্ম্ম ভীম দুরাচার।
একেলা মারিল তব শতেক কুমার।।
শুনহ গান্ধারী দেবী করি নিবেদন।
ভীম করিলেক কুরুবংশের নিধন।।
যত কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর।
যত কর্ম্ম করিলেক দুঃশাসন ধীর।।
শতপুত্র তোমার করিল যত কর্ম্ম।
যেমন আছিল মাতা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।।
পরাক্রম করিয়া পড়িল ঘোর রণে।
সুরপুরী গেল সবে চাপিয়া বিমানে।।
শোক পরিহর দেবি না কর বিলাপ।
দুর্য্যোধন প্রাণপনে করিল প্রতাপ।।
অন্যায় করিয়া ভীম ভাঙ্গিলেক উরু।
সেই ক্রোধে করিলাম মোরা কর্ম্ম গুরু।।
সবান্ধবে পাঞ্চালেরে করিনু সংহার।
বধিলাম দ্রৌপদীর পঞ্চটী কুমার।।
পান্ডবের রণে অবশেষে সপ্তজন।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি পঞ্চ পান্ডুর নন্দন।।
শুনহ সকল কথা না করিহ ভয়।
অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে চল মহাশয়।।
আজ্ঞা দেহ আমরা আপন স্থানে যাই।
কুরুক্ষেত্রে আছয়ে পান্ডব পঞ্চভাই।।
এত বলি রাজার লইল অনুমতি।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল শীঘ্রগতি।।
হস্তিনাপুরেতে গেল কৃপ মহাশয়।
কৃতবর্ম্মা চলি গেল আপন আলয়।।
ব্যাসের আশ্রমে গেল দ্রোণের নন্দন।
কুরুক্ষেত্রে গেল হেথা অন্ধক রাজনে।।

www.bengaliebook.com

ধৃতরাষ্ট্র আইল শুনিয়া পঞ্চভাই।
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্তি করেন সবাই।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন যদুনাথ।
কুরুক্ষেত্রে আইলেন দেখ জ্যেষ্ঠতাত।।
কিমতে তাঁহাতে আমি মুখ দেখাইব।
জিজ্ঞাসিলে সমাচার কি কথা কহিব।।
গান্ধারীর ক্রোধে আর নাহিক নিস্তার।
কি উপায় করি কৃষ্ণ বল এইবার।।
সতীর অবার্থ বাক্য শুন নারায়ন।
আজি প্রাণ হারাইব ভাই পঞ্চজন।।
বৃথা যুদ্ধ করিলাম বৃথা পরাক্রম।
বৃথা গুরুহত্যা আর জ্ঞাতির নিধন।।
বৃথা বধিলাম পুত্র সুহৃদ বান্ধব।
বৃথা যুদ্ধ করিলাম শুন শ্রীমাধব।।
আজি গান্ধারীর ক্রোধে নাহিক নিস্তার।
অপান্ডব হইবেক সকল সংসার।।
শুন কৃষ্ণ তোমারে করি নিবেদন।
প্রাণ লয়ে পলাউক ভাই চারিজন।।
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল কুমার।
পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করুক এবার।।
আমি যাব ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী গোচরে।
শাপ দিয়া ভস্মরাশি করুন আমারে।।
আমার জীবনে আর নাহি প্রয়োজন।
লোকের সাক্ষাতে নাহি দেখাব বদন।।
যুধিষ্ঠির বচন শুনিয়া চক্রপানি।
বলিলেন তাঁরে তবে সুমধুর বাণী।।
শুন রাজা ভয় তুমি কর কি কারণে।
রাখিতে মারিতে কেহ নাহি আমা বিনে।।
সবাকার আত্মা আমি পুরুষ প্রধান।
আমা বিনা রাখিতে মারিতে নারে আন।।
সবে মেলি চলি যাব নৃপতির স্থানে।
দূর কর ভয় তুমি আমার বচনে।।
গান্ধারী না দিবে শাপ আমি ইহা জানি।
হরষিত চিত্তে তুমি চল নৃপমণি।।
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
হাসিয়া বলেন তবে শুন যদুবীর।।
তোমার আজ্ঞাতে তবে সবে চলি যাব।
শীঘ্রগতি চলহ বিলম্ব না করিব।।
অনুমতি দিল কৃষ্ণ রাজার বচনে।
হরষিত চলে সবে রাজ সম্ভাষণে।।
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণ সহ যান দ্রুতগতি।
রাজার চরণে সবে করিল প্রণতি।।
আমি যুধিষ্ঠির বলি পরিচয় দিতে।
রথ হৈতে ধৃতরাষ্ট্র নামিল ভূমিতে।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুন্যবান।।

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক লৌহ-ভীম চূর্ণ করণ

সঞ্জয় রাজারে ধরি বসায় আসনে।
বসিলেন পঞ্চভাই রাজ বিদ্যমানে।।
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বসেন আপনি।
হেনকালে বলে ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি।।
কোথা ভীম আইসহ দিব আলিঙ্গন।
তুমি মম ঘুচাইলে পিন্ড প্রয়োজন।।
ঊরু ভাঙ্গি মারিলেক নৃপতি দুর্য্যোধনে।
এক একে সংহারিলে শতেক নন্দনে।।

www.bengaliebook.com

শুনিয়া আমার হৈল হরিষ বিষাদ।
এস আলিঙ্গন দিয়া করিব প্রসাদ।।
এতেক বলিয়া রাজা বাড়াইল হাত।
নৃপতির অভিপ্রায় জানি রমানাথ।।
আছিল লোহার ভীম দিলেন গোচরে।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির আনন্দ অন্তরে।।
ধরিয়া লোহার ভীম চাপিল কোলেতে।
অযুত হস্তীর বল রাজার দেহেতে।।
ভাঙ্গিল লোহার ভীম মহাশব্দ শুনি।
চুর্ণ হয়ে পৃথিবীতে পড়িল তখনি।।
কপটে কান্দয়ে রাজা হৃদয়ে উল্লাস।
মনেতে জানিল ভীম হইল বিনাশ।।
পুত্রশোকে নরপতি না শুনয়ে কাণে।
ভীম মরিলেক বলি হরষিত মনে।।
নৃপতির দশা তবে দেখ নারায়ণ।
হাসিয়া বলেন সুধা মধুর বচন।।
শুন বৃদ্ধ নরপতি না কান্দহ আর।
কুশলে আছেন ভীম পান্ডুর কুমার।।
তোমার জন্মিবে ক্রোধ ইহা অনুমাণি।
গঠিত লোহার ভীম দিনু নৃপমণি।।
বিষাদ না কর তুমি শান্ত কর মন।
ভীমেরে মারিলে নাহি পাবে দুর্য্যোধন।।
আর কেন অপযশ রাখিবা ঘুষিতে।
শুদ্ধচিত্ত হও রাজা জানাই তোমাতে।।
আপনি কহিলা পূর্ব্বে শুনহ রাজন।
আপন তনয় যেন পান্ডুর তেমন।।
তবে কেন হেন কর্ম্ম করিলা রাজন।
বুঝিলাম খল কভু নহে শুদ্ধ মন।।
কোন অংশে পান্ডবের নাহি অপরাধ।
আপনি করিলা তুমি নিজ কর্ম্ম বাদ।।
ভীমে বিষ খাওয়াল রাজা দুর্য্যোধন।
জতুগৃহে রাখিলেন পান্ডুর নন্দন।।
তবে শকুনিরে আজ্ঞা দিল নরপতি।
পাশা খেলাইল যুধিষ্ঠিরে সংহতি।।
প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব হারিল।
দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুলেতে ধরিল।।
আপনি অনীতি করিলেক দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথে দিয়া করে দ্রৌপদী হরণ।।
তথাপিও পান্ডবের ক্রোধ না জন্মিল।
তবে দুর্য্যোধন দুর্ব্বাসারে পাঠাইল।।
আপনি সকল জান তুমি মহাশয়।
কিছু দোষ নাহি করে পান্ডুর তনয়।।
অন্যায় করিল যুদ্ধ তোমার নন্দন।
অভিমন্যু বেড়িয়া মারিল সপ্তজন।।
পশ্চাতে পান্ডব পরাক্রম প্রকাশিল।
প্রতিজ্ঞা কারণে সর্ব্ব কৌরবে মারিল।।
বেদশাস্ত্র জান তুমি আগম পুরাণ।
সজ্ঞান নাহিক কেহ তোমার সমান।।
আপনি জানহ পান্ডবের যত দোষ।
তবে কি লাগিয়া কর এ সব আক্রোশ।।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদ্যুর যতেক বুঝাইল।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বাক্য না শুনিল।।
অধিক সকল গুণে হয় পঞ্চ ভাই।
আপনি সকল জান কি হেতু বুঝাই।।
জানিয়া না জান তুমি সকল উহার।
কি কারণে নাহি বুঝ উচিত বিচার।।
কেবল পুত্রেরে চাহি কর অপকর্ম্ম।
ভীমেরে মারিয়া কেন বিনাশিবে ধর্ম্ম ।।

কি দোষ করিল ভীম বলহ রাজন।
না বুঝিয়া কেন কর হেন আচরণ।।
কদাচিত পান্ডবেরে ক্রোধ না করিহ।
অধর্ম্ম হইবে মম বচন পালহ।।
কৃষ্ণের বচন শুনি অন্ধ নরপতি।
পান্ডবে আলিঙ্গিল হইয়া হৃষ্টমতি।।
গান্ধারীর মন আছে শাপিব পান্ডবে।
হেনকালে বলিলেন বাসুদেব তবে।।
শুন দেবী পাসরিলে তুমি পূর্ব্বকথা।
সতীর বচন কভু না হয় অন্যথা।।
যাত্রাকালে তোমা জিজ্ঞাসিল দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে জিনিবে কোনজন।।
পান্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে।
জয় পরাজয় কার বলহ আমারে।।
তবে সত্য কথা তুমি কহিলে তখন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্য্যোধন।।
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে।
তবে কেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে রহিবে।।
সে সব বচন সত্য মম মনে লয়।
অতএব যুদ্ধ জিনে পান্ডুর তনয়।।
ত্যজহ সকল ক্রোধ আমার বচনে।
পুত্র ভাব কর পঞ্চ পান্ডুর নন্দনে।।
এত যদি বাসুদেব কহিলেন বাণী।
যোড়হাতে বলিলেন অন্ধ রাজরানী।।
যত কিছু মহাশয় বলিলে বচন।
বেদের সমান তাহা করিনু গ্রহন।।
কিন্তু হৃদয়ের তাপ সহিতে না পারি।
একশত পুত্র মোর গেল যমপুরী।।
ত্যাজিলাম সব ক্রোধ তোমার বচনে।
পুত্র সম স্নেহ হৈল পান্ডুর নন্দনে।।

গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের যুদ্ধস্থলে গমন ও স্ব স্ব পতি পুত্রের মৃতদেহ দর্শনে খেদ

মহাভয় উপজিল দেখি রণস্থল।
শকুনি গৃধিনী শিবা করে কোলাহল।।
হাতে মুন্ড করিয়া নাচয়ে ভূতগণ।
কুক্কুর করিছে মাংস শোণিত ভক্ষণ।।
রক্তের কর্দ্দমে শীঘ্র চলিতে না পারে।
শোকাকুলা নারীগণ যায় ধীরে ধীরে।।
কেহ কেহ না পাইয়া পতি দরশন।
ভূমিতে পড়িয়া তারা করয়ে ক্রন্দন।।
ভ্রময়ে সমরস্থলে যত করুনারী।
শিবা শ্বান পক্ষিগণে ভয় নাহি করি।।
অনেক যতনে কেহ নিজ পতি পায়।
স্কন্ধে মুন্ড যোড়া দিতে মহাব্যগ্র হয়।।
দুই হস্তে ধরে কেহ পতির চরণ।
বিলাপয়ে মুখে মুখ করিয়া মিলন।।
পাসরিলে পূর্ব্বকার প্রেমরস যত।
হাস্য পরিহাস তাহা স্মরাইব কত।।
সমর করিতে গেলে কেমন কুক্ষণে।
পুনঃ না হইল দেখা অভাগিনী সনে।।
হেনমতে পতি লয়ে অনেক সুন্দরী।
বিলাপ করয়ে সবে নানামত করি।।
তা দেখি গান্ধারী প্রাণ ধরিতে না পারে।
পতিশোকে বধূগণ প্রাণ ধরিতে না পারে।

www.bengaliebook.com

পতিশোকে বধূগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
রণভূমি দেখি দেবী অতি ভয়ঙ্কর।
কপালে কঙ্কণ মারি কান্দিল বিস্‌তর।।
হেন কেহ নাহি তথা প্রবোধ করিতে।
সবে শোকে অচেতন পড়িয়া ভূমিতে।।
কেবা কোথা পড়িয়াছে নাহিক উদ্দেশ।
রণভূমি দেখি দেবী লাগে ভরাবেশ।।
মড়ার উপরে মড়া লেখা নাহি তার।
গান্ধারী দেখিয়া চিত্তে লাগে চমৎকার।।
গজবাজী পড়িয়াছে রথ বহুতর।
নানা অলঙ্কার বস্ত্র শস্ত্র মনোহর।।
মাথার মুকুট পড়িয়াছে রণভূমে।
মকর কুন্ডল পড়িয়াছে নানাক্রমে।।
ধ্বজছত্র চামর পড়েছে রণস্থলে।
ডাকিনী যোগিনীগণ করে নানা কেলী।।
স্বামী পুত্র পৌত্র আর বন্ধু সহোদর।
পড়িয়া আছয়ে যত মৃত কলেবর।।
দুর্য্যোধন অন্বেষণে বুলয়ে গান্ধারী।
কতদূরে দেখে হত কুরু অধিকারী।।
ধূলায় পড়িয়া আছে রাজা দুর্য্যোধন।
গান্ধারী দেখিল সঙ্গে লৈয়া বধূগণ।।
পুনঃ দরশনে দেবী অজ্ঞান হইল।
গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল।।
পঞ্চ পান্ডবেতে তাঁরে তুলিয়া ধরিল।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল।।
সন্বিত পাইয়া তবে গান্ধার তনয়া।
চাহিয়া কৃষ্ণেরে বলে শোকাকুল হৈয়া।।
দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ দুঃশাসন।।
শকুনি সঙ্গেতে কেন না দেখি রাজার।
কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনুকুমার।।
কোথঅ দ্রোণাচার্য্য কোথা কৃপ মহাশয়।
একেলা পড়িয়া কেন আমার তনয়।।
কোথা সে কুন্ডল কোথা মণি মুক্তাস্রজ।
কোথা গেল হস্তী ঘোড়া কোথা বথধ্বজ।।
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়।
হেন রাজা দুয্যোর্ধন ধূলাতে লুটায়।।
সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন।
হেন তনু ধূলার উপরে নারায়ন।।
জাতি যূতী পুষ্প আর চাঁপা নাগেশ্বর।
বকুল মালতী আর মল্লিকা সুন্দর।।
এ সকল পুষ্পে পুত্র থাকিতে শুইয়া।
হেন তনু লোটে ভুমে দেখহ চাহিয়া।।
অগুরু চন্দন গন্ধ কুঙ্কুম কস্তরী।
লেপন করিতে সদা অঙ্গের উপরি।।
শোণিতে সে তনু আজি হইল শোভন।
আহা মরি কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন।
ত্যজহ আলস্য কেন না দেহ উত্তর।
যুদ্ধ হেতু তোমারে ডাকিছে বৃকোদর।।
উঠ পুত্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে।
গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে।।
কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকিছেন যুদ্ধের কারণ।
প্রত্যুত্তর নাহি কেন দেহ দুর্য্যোধন।।
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতন।
প্রিয়ভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সান্ত্বন।।
শোক না করিও দেবি শুন হিতবানী।
সকল দৈবের খেলা জানহ আপনি।।
দেব দ্বিজ গুরু নিন্দা এ সব কুকর্ম্ম।

বেদে বুঝাইল ইহা না করিলে ধর্ম্ম।।
দুষ্কর্ম্ম দুঃসহ ত্যজি থাকিলে সুপথে।
ইহা সুখভোগী অন্তে যায় যে স্বর্গেতে।।
না জানিয়া কুকর্ম্ম করয়ে যেই জন।
পরিনামে দুঃখ পায় বেদের বচন।।
অহঙ্কারে অধর্ম্ম করয়ে নিরন্তর।
অবশেষে কর্ম্ম তার হয়ত দুষ্কর।।
না শুনে সুজন বাক্য মত্ত অহঙ্কারে।
অবশেষে সেইজন যায় ছারেখারে।।
কিন্তু এ সকল ঘটে নিজ কর্ম্মগুণে।
শোক দূর কর দেবি কান্দ কি কারণে।।
শুভাশুভ কর্ম্ম যত বিধির ঘটন।
ভোগ বিনা ক্ষয় নহে শাস্ত্রের লিখন।।
কালে আসি জন্মে পাপী কালেতেই মরে।
কালবশ এই সব জানাই তোমারে।।
না কর দেবনা তুমি শুন নৃপজায়া।
বুঝিতে না পারে কেহ বিধাতার মায়া।।
বিজয় পান্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খন্ডে পরলোকে তরি।।
কিছুমাত্র বলি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে সেই তরয়ে সংসার।।
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি রচে মহাভারত কথন।।

মৃত পতি পুত্রাদি দর্শনে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের বিলাপ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অনুযোগ

জন্মেজয় কহিলেন শুন মহামুনি।
গান্ধারী কি কহিলেন কহ তাহা শুনি।।
কেমনে ধরিল প্রাণ শত পুত্রশোকে।
ক্রোধ করি কোন্ কথা কহিল কৃষ্ণকে।।
পূর্ণব্রক্ষ্ম অবতার দেব নারায়ণ।
জানিয়া শাপিল দেবী কিসের কারণ।।
এই ত আশ্চর্য্য অতি মম মনে লয়।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহাশয়।।
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
একচিত্ত হয়ে শুন ভারত কথন।।
কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া।।
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী প্রতিব্রতা।
বিচিত্র বীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা।।
দেখ কৃষ্ণ একশত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল।।
দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
দেখিতে না পায় যারে কভূ সূর্য্যে চান্দে।।
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাহার রূপ রথ রাখে ভানু।।
হেম বধূগণ দেখ আসে কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্নকেশ মত্তবেশ দেখ তুমি নেত্রে।।
এই দেখ নৃত্য করে পতিহীনা বধূ।
মুখ অতি শুশোভন অকলঙ্ক বিধু।।
এই দেখ গান করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীনা।।
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ওই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র ধরি।।

হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের দুর্গতি।
যাহার মস্তক ছিল সুবর্ণের ছাতি।।
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধূলায় ওই দেখনারায়ণ।।
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান।।
এতকালে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাইবা আমারে কিরূপে হে মুরারী।।
পুত্রশোক শেল সব বাজিছে হৃদয়।
দেখাবার ছৈলে দেখাতাম মহাশয়।।
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রশোক তুল্য শোক নাহি তার এক।।
গভীধারী হয়ে যেই করেছে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ।।
এ শোক সহিতে কেবা আছয়ে সংসারে।
বিবরিয়া বাসুদেব কহ দেখি মোরে।।
সহিতে না পারি আমি হৃদয়ের তাপ।
ভাবিতে উঠয়ে মনে মহা মনস্তাপ।।
মাহবলবন্ত মম শতেক নন্দন।
কি দিয়া আমারে বুঝাইবা নারায়ণ।।
মহারাজ দুর্য্যোধন লোটায় ভূতলে।
চরণ পূজিত যার নৃপতিমন্ডলে।।
ময়ুরের পাখে যার চামর ব্যঞ্জন।
কুক্কুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ।।
দেখিতে না পারি আমি এ সব যন্ত্রণা।
শকুনি দিলেক যুক্তি খাইয়া আপনা।।
যাত্রাকালে পুত্র মোরে জিজ্ঞাসিল জয়।
যে কথা কহিনু তাহা শুন মহাশয়।।
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ জয় সেইখানে।
এই কথা আমি কহিলাম দুর্য্যোধনে।।
না শুনিল মম বাক্য করি অনাদর।
রাখিল ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম করিয়া সমর।।
কাতর না হৈল রণে আমার নন্দন।
সমর করিয়া সবে ত্যজিল জীবন।।
হৃদয়ে রহিল কিন্তু বড় এক ব্যথা।
সংগ্রামে আইল দুর্য্যোধনের বনিতা।।
এই দুঃখ নারায়ণ না পারি সহিতে।
ওই দেখ বধূগণ আম্রশাখা হাতে।।
আর এক নিবেদন শুন অন্তর্য্যামী।
দুর্য্যোধন না মানিল হিত উপদেশ।।
তাহার উচিত ফল পাইল বিশেষ।
শকুনি আমার ভাই বড় দুরাচার।
তাহার বুদ্ধিতে হৈল বংশের সংহার।।
মরিলেক শত পুত্র বংশের সংহতি।
বৃদ্ধকালে রাজার হইবে কিবা গতি।।
পান্ডুর নন্দন রাজ্য লবে আপনার।
পুত্র নাহি কেবা আর যোগাবে আহার।।
জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে।
এইহেতু ক্রন্দন করি যে রাত্র দিনে।।
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতন।
করুণা সাগর কৃষ্ণ করেন সান্ত্বন।।
কৌরব বনিতা কান্দে পতি পুত্রশোকে।
তা দেখিয়া পান্ডব আছয়ে অধোমুখে।।
মৃতপুত্র কোলে করি করয়ে বিলাপ।
যুধিষ্ঠির রাজার বাড়িল মনস্তাপ।।
এমন সময়ে আসি দ্রৌপদী সুন্দরী।
পুত্রশোকে কান্দে শিরে করাঘাত করি।।
বিরাটনন্দিনী কান্দে শোকে অচেতনা।

www.bengaliebook.com

তাহা দেখি পাইলেন অর্জ্জুন বেদনা।।
উত্তরা ধরিয়া অভিমন্যুর চরণ।
লাভ ভয় ত্যাগ করি যুড়িল ক্রন্দন।।
উত্তরা বলিল মোরে বিধি প্রতিকূল।
হেনজন মরে যার গোবিন্দ মাতুল।।
ধনঞ্জয় পিতা যায় হেন জন মরে।
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে।।
মোহেতে আকুল বড় রাজা যুধিষ্ঠির।
বিলাপিয়া ভূমেতে পড়িল ভীমবীর।।
শোকেতে অর্জ্জুন বীর করেন রোদন।
বিলপিয়া কান্দে দুই মাদ্রীর নন্দন।।
কুন্তী যাজ্ঞসেনী দোঁহে শোকে অচেতনা।
মহা শোক সিন্দু মাঝে পড়ে সৰ্ব্বজনা।।
ফুকারিয়া কুন্তীদেবী না পারে কান্দিতে।
হইল অন্তরে দগ্ধ কর্ণের শোকেতে।
বিলপিয়া উত্তরা যে যায় গড়াগড়ি।
প্রাণনাথ কোথা ওহে গেলে মোরে ছাড়ি।।
গোবিন্দ তোমার মামা পিতা ধনঞ্জয়।
আহা মরি কোথা গেলে অর্জ্জুন তনয়।।
অস্থির পান্ডবগণে দেখি নারায়ণ।
সান্ত্বনা করেন কহি মধুর বচন।।
কুরুক্ষেত্রে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল।
অশ্রুতে প্লাবিত হৈল সংগ্রামের স্থল।।
না হয় শোকের অন্ত পুনঃ পুনঃ বাড়ে।
হা নাথ বলিয়া পতিহীনা ডাক ছাড়ে। ।
পড়িয়া গান্ধারী আছে অচেতনা শোকে।
দুর্য্যোধন বিনা অন্য শব্দ নাহি মুখে।।
কি বলিব ওহে কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারী।
আজি হৈতে শূণ্য হৈল হস্তিনানগরী।।
না ধরিল আমার বচন দুর্য্যোধন।
তাহার কারণে শত পুত্রের নিধন।।
শান্তনু তনয় কত বুঝাইল নীত।
দ্রোণ কত বুঝাইল শাস্ত্রের বিহিত।।
বিদুর কহিল কত বিবিধ প্রকারে।
না শুনিল কদাচিত গুরু অহঙ্কারে। ।
না শুনিল কার কথা যুদ্ধ কৈল পণ।
সকল জীবের গতি তুমি নারায়ন।।
শুনিয়াছি আমি সব সঞ্জয়ের মুখে।
আর কত অনুযোগ কহিব তোমাকে।।
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল অতিশয়।
পুনরপি শোক ত্যাজি গোবিন্দেরে কয়।।
ওহে কৃষ্ণ জনার্দ্দন দৈবকীকুমার।
তোমা হৈতে হৈল মম বংশের সংহার।।
অনর্থের মূল তুমি দেব নারায়ণ।
কৰ্ম্ম দেখাইয়া কর দোষ প্রক্ষালন।।
তোমাতে সংহার হয় মিলয় তোমাতে।
জীবের কারণ আর নাহি তোমা হৈতে।।
সকল তোমার মায়া তুমি সে প্রধান।
গুণ দোষ ধৰ্ম্মধৰ্ম্ম তুমি ভগবান।।
থাকিয়া প্রাণীর ঘটে যে বলাও যারে।
প্রাণী করে সেই কৰ্ম্ম দোষ কেন তারে।।
অসাধুর মত কোথা ধৰ্ম্মের বাসনা।
সাধুব্যক্তি তব পদ করয়ে ভাবআ।।
সাধুযত প্রশংসা করয়ে চক্রপানি।
সংসারে যতেক দেখি তার মূল তুমি। ।
অতএব, কহি নাথ কর অবধান।
করাইলে কৌরব পান্ডবেতে সংগ্রাম। ।
ভেদ জন্মাইলে তুমি ওহে নরপতি।

www.bengaliebook.com

না পারি কহিতে দেব তোমার প্রকৃতি।।
কৌরব পান্ডব তব উভয় সমান।
তাহে ভেদ যুক্তি নহে শুন ভগবান।।
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে।
সংগ্রামে প্রবৃত্ত ধর্ম্ম তোমার সন্ধানে।।
হিংসার নাহিক লেশ ধর্ম্মের শরীরে।
ভেদ জন্মাইলে তুমি কহিয়া তাহারে।।
যদি বিসম্বাদ হৈল ভাই দুইজনে।
তোমার উচিত নহে উপস্থিতি রণে।।
তারে বন্ধু বলি সব করায় সমতা।
তুমি শিখাইয়া দিলে বিবাদের কথা।।
কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে।
সমান সম্বন্ধ তব কুরু পান্ডুসনে।।
বরণ করিতে তোমা গেল দুর্য্যোধন।
পালঙ্কে আছিলা তুমি করিয়া শয়ন।।
জাগিয়া আছিলা তুমি দেখি দুর্য্যোধনে।
কপটে মুদিয়া আঁখি নিদ্রা গেলে কেনে।।
পশ্চাতে অর্জ্জুন আসে সে কথা শুনিয়া।
উঠিয়া বসিলে মায়া নিদ্রা উপেক্ষিয়া।।
নারায়নী সেনা দিলা আমার নন্দনে।
ছলিতে অর্জ্জুন বাক্য শুনিলা প্রথমে।।
সারথি হইলে তুমি অর্জ্জুনের রথে।
সমান সম্বন্ধ আর রহিল কিমতে।।
তবে সে হইত ব্যক্ত সমান সম্বন্ধ।
তোমাতে উচিত নহে শুন কৃষ্ণচন্দ্র।।
তারপর এক কথা শুনহ অচ্যুত।
করিলে দারুণ কর্ম্ম শুনিতে অদ্ভুত।।
মধ্যস্থ হইয়া যবে গিয়াছিলে তুমি।
চাহিলে সে পঞ্চ গ্রাম শ্রুত আছি আমি।।
না দিলেক মম পুত্র কি ভাবিয়া মনে।
আসিয়া কহিলে তুমি পান্ডব নন্দনে।।
সদাচারী পান্ডুপুত্র রাজ্য নাহি মনে।
তাহে তুমি ভেদ করি কহিলা বচনে।।
আপনি দিলেন ভেদ কৌরব পান্ডবে।
নহে তুমি প্রবৃত্ত হইলে কেন তবে।।
সে কালে আপন ঘরে যেতে যদি তুমি।
সম স্নেহ বলি তবে জানিতাম আমি।।
যুদ্ধ যুক্তি দিলা তুমি পান্ডুর কুমারে।
প্রবঞ্চনা করি কৃষ্ণ ভান্ডিলা আমারে।।
সব জানিলাম তুমি অনর্থের মুল।
করিলা বিনাশ তুমি যত কুরুকুল।।
কহিতে তোমার মর্ম্ম বিদরয়ে প্রাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান।।
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।
না কহিলে স্বাস্থ্য নাহি জানাই তোমাকে।।
কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখ।
উচিত কহিতে পাছে মনে ভাব দুঃখ।।
সুখ দুঃখ কহিবেক সবাকার স্থান।
আর কিছু কহি তাহা শুন ভগবান।।
অনাদি পুরুষ তুমি দেব ভগবান।
বিশ্বেশ্বর হও তুমি পুরুষ প্রধান।।
সবাকার মূল তুমি দেব জগন্নাথ।
সহজে অবলা আমি কি কব সাক্ষাৎ।।
কর্ণের আছিলা শক্তি অর্জ্জুন নিধনে।
তাহা দিয়া বিনাশিলে ভীমের নন্দনে।।
যুধিষ্ঠির সহ যুক্তি করি যদুপতি।
যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত করাইলা তুমি রাতি।।
ভীমসুত ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধ কৈল।

ক্রোধে কর্ণ সেই অস্ত্র ভৈমীরে মারিল।।
ওহে কৃষ্ণ এ সকল তোমার মন্ত্রণা।
কর্ম্ম সব মূল বলি প্রবোধিলা আমা।।
তোমার যতেক কর্ম্ম না পারি কহিতে।
কুরু পন্ডু সম মিল বলহ সভাতে।।
চক্রুব্যুহ দ্রোণাচার্য্য করিল রচন।
চক্রব্যূহ যুদ্ধ মাত্র জানয়ে অর্জ্জুন।।
আর কেহ নাহি জানে পান্ডব সভাতে।
অভিমন্যু শুনেছিল থাকিয়া গর্ভেতে।।
অভিমন্যু বধ কথা শুনিয়া অর্জ্জুন।
জয়দ্রথে নাশ হেতু করিল সে পণ।।
সঞ্জয়ের মুখে আমি শুনিয়াছি সব।
উপকার যত তুমি করেছ মাধব।।
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে।।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর শাপ

কুরুকুল বিনাশিলা বসুদেব সুত।
কহিতে অনল উঠে কি কব অচ্যুত।।
পুত্রশোকে কলেবর জ্বলিছে আমার।
বল দেখি হেন শোক হয়েছে কাহার।।
শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিব হে তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে।।
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণ হৈতে কৃষ্ণ হইনু নিধন।।
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
তুমি এ যন্ত্রণা পাবে দিলাম এ শাপ।।
মম বধুগণ যেন করিছে ক্রন্দন।
এইমত কান্দিবেক তব বধূগণ।।
তুমি যেন ভেদকৈলা কুরু পান্ডবেতে।
যদুবংশ তেন হবে আমার শাপেতে।।
কৌরবের বংশ যেন হইল সংহার।
শুন কৃষ্ণ এই মত হইবে তোমার।।
গোবিন্দেরে শাপ দিল কুপিয়া গান্ধারী।
শুনি কম্পমান হৈল ধর্ম্ম অধিকারী।।
অন্তর্য্যামী হরি জানিলেন এ কারণ।
সতীর অলঙ্ঘ্য বাক্য না হবে লঙ্ঘন।।
আমি জন্মিলাম ভূমি ভার নিবারণে।
পৃথিবীর ভার যে ঘুচিল এত দিনে।।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
মম জ্ঞাতি মারিতে পারয়ে কোনজন।।
উঠহ গান্ধারী, নাহি করহ ক্রন্দন।
শাপ দিলা তথাপি না কর সন্বরণ।।
দুর্য্যোধন দোষে হৈল বংশের নিধন।
না জানিয়া আমারে শাপিলা অকারণ।।
আমি যদি দোষে থাকি ফলিবেক শাপ।
আপনার দোষে আমি পাব নমস্তাপ।।
এতেক বলিয়া মায়া করি নারায়ণ।
পুত্রশোকে গান্ধারীকে করেন মোচন।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুন্যবান।।

যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক মৃত স্বজনগণের শরীর সৎকার

কৃষ্ণের বচনে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে ডাকিয়া বলিছে মহামতি।।
মন দিয়া শুন পুত্র আমার বচন।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে মরিল যত জন।।
রাজ রাজ্যেশ্বর রাজা কুমার রাজার।
গণনা করিতে নারি কতেক হাজার।।
সুহৃদ বান্ধব কার নাহি সহোদর।
সবাকার প্রেতকর্ম্ম করহ সত্বর।।
অগ্নি কার্য্য সবাকার করহ এখন।
নিমন্ত্রিয়া যতেক আনিল দুর্য্যেধন।
তব আমন্ত্রণে এল যত যত রাজ।
না করিলে প্রেতকার্য্য হইবেক লাজ।।
শ্রীধৌম্য সঞ্জয় আর বিদুর সুমতি।
ইন্দ্রসেন ধর্ম্মসেন যুযুৎসু প্রভৃতি।।
ইহারা সকলে যাক তোমার সহিত।
করুক অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম যে যার উচিত।।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যত এসেছিল প্রাণী।
সবার সৎকার কর ধর্ম্ম নৃপমণি।।
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞা পেয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
চিতাধূমে অন্ধকার করিল গগণ।।
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজার আজ্ঞায়।
ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠির আছেন সহায়।।
জ্ঞাতিগণে অগ্নি দিল ধর্ম্মের নন্দন।
চিতাধূমে অন্ধকার হইল গগন।।
অপর যতেক রাজা মৃত কুরুক্ষেত্রে।
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজ আজ্ঞ মাত্রে।।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী হইল দাহন।
অনুমৃতা হইল যতেক নারীগণ।।
বিষাদ পাইয়া ধর্ম্ম করেন রোদন।
প্রবোধ করেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন।।
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে।
এ তিন ভূবন আছে যাঁহার শরীরে।।
বিশ্বাস করয়ে লোক এ সব বচনে।
বিশ্বরূপ যশোদা দেখিল বিদ্যমানে।।
চারি ভাই সঙ্গে লয়ে পান্ডুর কুমার।
গেলেন তর্পণ স্নান হেতু যত আর।।
গঙ্গায় চলিল সব গোবিন্দ সংহতি।
পঞ্চ পান্ডবাদি ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।।
গান্ধারী প্রভৃতি আর যতেক রমনী।।
স্নান আদি কৈল সবে জাহ্নবীর জলে।
ধৌম্য পুরোহিত মন্ত্র পড়ায় সকলে।।
দুর্য্যোধন আদি করি শত সহোদর।
সবার তর্পন করিলেন নৃপবর।।
আর যত রাজগণ সংগ্রামে মরিল।
এেক এক সবাকার তর্পন করিল।।
ক্ষত্র মত নিত্যকর্ম্ম ছিল পূর্ব্বাপর।
সেইমত করিল পান্ডুর সহোদর।।
স্ত্রীপুরুষ কৈল যত পারত্রিক কর্ম্ম।
যেমন বিধান ছিল শাস্ত্রমত ধর্ম্ম ।।
হেনকালে কুন্তীদেবী গিয়া সেইখানে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মধুর বচনে।।
কর্ণ মহাবীর হয় আমার নন্দন।
সুতপুত্র বলি যারে বলিলা বচন।।
কন্যাকালে জন্ম হয় আমার উদরে।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম জানাই তোমারে।।
অসময় বলি তায়ে করি বিসর্জ্জন।
মঞ্জুষা করিয়া ভাসাইলাম তখন।।
তবে সুত পেয়ে তারে করিল পালন।

www.bengaliebook.com

প্রসিদ্ধ হইল সেই রাধার নন্দন।।
বলবান দেখি দুর্য্যোধন নিল তারে।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমারে।।
মায়ের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
বরিষয়ে দুই ধারে নয়নের নীর।।
বিষাদ করিয়া ধর্ম্ম করেন রোদন।
প্রবোধ করেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন। ।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কুন্তীরে তখন।
পুনশ্চ কহিল কর্ণ জন্ম বিবরণ।।
দুর্ব্বাসার মন্ত্র পায় যেমত প্রকারে।
কহিল সকল কথা রাজা যুধিষ্ঠিরে।।
এতেক শুনিয়া ধর্ম্ম মায়ের বচন।
মলিন বদনে পুনঃ করেন রোদন।।
এতদিনে হেন কথা কহিলে জননী।
কর্ণ মম সহোদর এতদিনে শুনি।।
ভ্রাতৃবধ করি আমি পাপিষ্ঠ চন্ডাল।
কর্ণ মম সহোদর বিক্রমে বিশাল।।
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে পঞ্চজন।
পুনশ্চ প্রবোধ দেন দৈবকীনন্দন।।
তবে যুধিষ্ঠির রাজা শোকেতে জর্জ্জর।
যোড়হাতে কহিলেন জননী গোচর।।
শুনগো জননী আমি করি নিবেদন।
জানিলে না হত কভু কর্ণের নিধন।।
গুপ্ত করি রাখিলে না কহিলে আমারে।
বৃথা বধ করিলাম জ্যেষ্ঠ সহোদরে। ।
এ সকল কথা যদি কহিতে জননী।
তবে কেন বিনাশিব কর্ণ মহাজ্ঞানী।।
তবে কেন বিনাশিব রাজা দুর্য্যেধন।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখাদি ভাই শত জন।।
তবে কেন ভীষ্ম বীর ঈদৃশ হইবে।
অভিমন্যু পুত্র কেন রণেতে পড়িবে।।
তবে কেন হইবেক দ্রোণের নিধন।
পূর্ব্বেতে এ সব যদি কহিতে বচন। ।
দৈবে কর্ণ রাজা ছিল হস্তীনানগরে।
দুর্য্যোধন তার বাক্য অন্যথা না করে।।
কর্ণ- আজ্ঞাকারী ছিল যত কুরুগণ।
যুদ্ধ না হইত মাতা জানিলে এমন।।
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃ তুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
এ কলঙ্ক রাখিলাম আপনার কুলে।।
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে।
এতদিনে হেন কথা কহিলে আমারে।।
মা হইয়া পুত্র প্রতি এমত তোমার।
শুন গো জননী তাপ বাড়িল অপার।।
শাপ দিব আমি বড় দুঃখ পাই মনে।
গুপ্ত কথা না থাকিবে নারীর বদনে।।
নারীর উদরে কভূ কথা না রহিবে।
অতি গুপ্ত কথা হৈলে প্রকাশ হইবে।।
এত বলি যুধিষ্ঠির অতি শোকাকুল।
পুনঃ প্রবোধেন কৃষ্ণ হয়ে অনুকূল।।
কৃষ্ণবাক্যে প্রীত পেয়ে পান্ডুর নন্দন।
শাস্ত্রমত করিলেন কর্ণের তর্পণ। ।
ঘটোৎকচ রাক্ষসের করেন তর্পন।
পুনঃ স্নান করি কূলে উঠেন তখন।।
কূলে রহিলেন ধর্ম্ম হইয়া অসুখী।
ভীমার্জ্জুন সহদেব কেহ নহে সুখী।।
গান্ধারী পুত্রের শোকে বিস্তর কান্দিল।
পতিহীনা নারীগণ যত সঙ্গে ছিল।।
শান্ত করি যুধিষ্ঠির আনেন শিবিরে।

ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি রহিল অনাহারে।।
শিবিরে রহিল সবে বিষাদিত মনে।
গান্ধারী পুত্রের শোকে কান্দে রাত্রিদিনে।।
অনাহারে তিন রাত্রি করিল বঞ্চন।
নিশিযোগে ফলাহার কৈল সৰ্ব্বজন।।
আজি তিন দিন হৈল পুত্র নাহি দেখি।
কোথা দুৰ্য্যোধন কোথা দুম্মুখ ধানুকী।।
গান্ধারী কৃষ্ণেরে কন করিয়া রোদন।
আজি শূন্য হৈল মম সকল ভুবন।।
কোথা গেল দুৰ্য্যোধন কহ যদুমণি।
অকারণে প্রাণ ধরি আমি অভাগিনী।।
সকল সংসার শূন্য পুত্রের বিহনে।
শুন কৃষ্ণ কত দুঃখ উঠে মম মনে।।
শতপুত্র আমার যেমন শশধর।
কি হইল কোথা গেল কহ যদুবর।।
সে হেন সুন্দর মুখ অনলে পুড়িল।
নানা আভরণ অঙ্গে কেবা কাড়ি নিল।।
অগুরু চন্দনে লিপ্ত ছিল নিরন্তরে।
কেমনে অনল দিলা এমন শরীরে।।
স্বপ্নবৎ দেখি এই সকল সংসার।
কহ কোথা গেল মম শতেক কুমার।।
সুবর্ণ রচিত পুরী নিল কোন্ জন।
কহ কৃষ্ণ কোথা গেল আমার নন্দন।।
সকুন্ডল কনক শরীর সুকুমার।
দুঃশাসন আদি পুত্র কোথা সে আমার।।
শোক দুঃখ ভয়ে আমি হৈলাম উম্মনা।
কোথা শত বধূ মোর খঞ্জননয়না।।
স্মরণ করিতে মম বিদরে পরাণ।
হস্তিনা হইল শূন্য শুন ভগবান।।
এ বড় অন্তরে দুঃখ নহিল আমার।
বৃদ্ধকালে কোন গতি হইবে আমার।।
মরিলে পুত্রের হাতে না পাব আগুন।
ইহা ভাবি আরো দুঃখ বাড়ে চতুগুন।।
কি বুঝিয়া এত তাপ দিলেন আমারে।
শুন হে করুণাময় নিবেদি তোমারে।।
এক জ্বালা আগেতে না জানি গদাধর।
পুত্রশোকে আমার দহিছে কলেবর।।
ওহে ভীমসেন শুন আমার বচন।
আর বিষ তোমারে না দিবে দুৰ্য্যোধন।।
আর কেবা জতুগৃহ করিবে নিৰ্ম্মাণ।
ঘুচাইল সব ভয় প্রভু ভগবান।।
শুকুনি আমার ভাই গেল কোথাকারে।
আর কে মন্ত্রণা দিবে আমার পুত্রেরে।।
ওহে যুধিষ্ঠির তব হৈল শুভ দশা।
আর কে তোমার সঙ্গে খেলাইবে পাশা।।
গান্ধারের নাথ কোথা দুরাত্মা শকুনি।
তোমা সবাকার ভয় ঘুচিল এখনি।।
এত বলি গান্ধারী পড়িল ভূমিতলে।
যুধিষ্ঠির ধরি তুলিলেন সেইকালে।।
সান্ত্বনা করেন কৃষ্ণ বিবিধ প্রকারে।
নানাবিধ শাস্ত্র কথা বুঝাইল তাঁরে।।
শুন গো গান্ধারী শুন পূৰ্ব্ব বিবরণ।
ভুমিষ্ঠ হইল যবে রাজা দুৰ্য্যোধন।।
এ শোকে সে সব কথা নহেত বিধান।
বিদ্যুর কহিল যত সকলি প্রমাণ।।
দুৰ্য্যোধন শোকেতে ক্রন্দন কর বৃথা।
অনিত্য সংসার এই আমি আছি কোথা।।
অদ্য বা পক্ষান্তে হয় অবশ্য মরণ।

শুন গো গান্ধারী শোক কর অকারণ।।
বিস্ময় পান্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খন্ডে পরলোকে তরি।।
শুন শুন ওহে ভাই হয়ে একমন।
কাশীরাম দাস কহে ভারত কথন।।

শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস ও নারদের নানা উপদেশে যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
যুধিষ্ঠিরে তখন কহেন নারায়ন।।
অঙ্গীকার তথাপি না করেন রাজন।
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ মধুর বচন।।
শুন ওহে ধর্ম্মরাজ ক্ষমা দেহ মনে।
হস্তিনানগরে চল আমার বচনে।।
পৃথিবী পালহ রাজা সিংহাসনে বসি।
ধর্ম্মের নন্দন তুমি হবে রাজ্যবাসী।।
যে দুঃখ পাইলে তুমি বেড়াইয়া বনে।
সে সকল কথা কেন নাহি কর মনে।।
রজঃস্বলা দ্রৌপদীর কেশেতে ধরিল।
সভামধ্যে দুঃশাসন বাটিতি আনিল।।
দ্রৌপদীরে উরু দেখাইল দুর্য্যোধন।
তাহা সব পাসরিলে ধর্ম্মের নন্দন।।
তথাপি এতেক ভয় বুঝিতে না পারি।
বিলম্ব না কর, চল হস্তিনানগরী।।
এত যদি কহিলেন দৈবকী নন্দন।
দিলেন পান্ডব জ্যৈষ্ঠ উত্তর বচন ।।
দুর্য্যোধন পাইল আপন কর্ম্মফল।
আমাকে উচিত নহে ভকবৎসল।।
রাজ্যভোগ কখন নাহিক মম মনে।
নিরবধি পড়ে মনে ভাই দুর্য্যোধনে।।
যুক্তি নহে সে সকল বচন শুনিতে।
ভীমার্জ্জুন লয়ে তুমি যাহ হস্তিনাতে।।
গোবিন্দ বলেন শুন পান্ডুর নন্দন।
পুনঃ পুনঃ মম বাক্য না কর লঙ্ঘন।।
তোমাকে না শোভে হেন দিতে অনুমতি।
তুমি রাজা হৈলে আমি পাইব পীরিতি।।
এমত কৃষ্ণের লীলা কেহ নাহি জানে।
অনুমতি দেন ধর্ম্ম কৃষ্ণের বচনে।।
হস্তিনা যাইব চল দেব গদাধর।
শুনি আনন্দিত হল বীর বৃকোদর।।
যুধিষ্ঠির রাজা হইবেন হস্তিনার।
শুনি আনন্দিত হয় মাদ্রির কুমার। ।
অর্জ্জুন প্রফুল্ল হন ধর্ম্মের বচনে।
ত্বরা করিলেন সবে হস্তিনা গমনে। ।
হেনকালে ধৃতরাষ্ট্র করেন ক্রন্দন।
কোথায় ছাড়িয়া যাই পুত্র দুর্য্যোধন।।
দুঃশাসন দুর্ম্মুর্খ প্রভৃতি যত জন।
স্মরিয়া আমাকে লহ শুন বাছাধন।।
দেশেতে দেখিব গিয়া আমি কার মুখ।
পান্ডব নিলেক রাজ্য ধন জন সুখ। ।
সকরুণে হেন কথা কহিল রাজন।
শুনি যুধিষ্ঠির হইলেন অচেতন।।
পড়িল ভূমিতে ধর্ম্ম হইয়া মুর্চ্ছিত।
কৃষ্ণার্জ্জুন সহদেব দেখি হৈল ভীত।।
তুলিয়া রাজাকে বসাইলেন শ্রীহরি।
বসিয়া কহেন রাজা কৃতাঞ্জলি করি। ।

কি আর প্রবোধ দেহ ওহে দেব হরি।
জ্যেষ্ঠতাত শোক আর সহিতে না পারি।।
কেমনে এ সব কথা শনিব শ্রবনে।
শুন কৃষ্ণ কার্য্য নাহি মম রাজ্যধনে।।
দ্রোপদী মরিবে পঞ্চপুত্র বিবর্জ্জিতা।
অভিমন্যু শোকে কান্দে বিরাট দুহিতা।।
করি প্রাণ ত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত যে ইহার।
আর কিছু নাহি বল দৈবকী কুমার।।
ধৃতরাষ্ট্র বিরাটদি দ্রুপদ রাজন।
রাজ্য হেতু নাশিলাম শুন নারায়ণ।।
পৃথিবীতে আছিল যতেক নরপতি।
মম হেতু সবাকার হইল দুর্গতি।।
কেন পাপ আশা আমি বাড়ইনু মনে।
নাশ হৈল কুরুকুল আমার কারণে।।
রাজ্যলুব্ধ হয়ে আমি হইনু দুরন্ত।
ভীষ্ম হেন পিতামহ করিলাম অন্ত।।
অর্জ্জুনের বাণে পিতামহ ম্রিয়মান।
শিখন্ডী সম্মুখে গিয়া কৈল অপমান।।
রথ হৈতে যখন পড়িল ভীষ্মবীর।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির।।
পুষিয়া পালিয়া মোরে শিখাইল নীত।
হেন পিতামহে মারি না হয় উচিত।।
কহিতে অধিক দুঃখ উঠে নারায়ণ।
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম পুনঃ যাব বন।।
তবে ব্যাস প্রবোধ দিলেন নরবরে।
শুন ধর্ম্ম, শোক কেন ভাবহ অন্তরে।।
আমি যাহা কহি তাহা শুন মন করি।
গতজীবে শোক কৈলে বাড়ে যত বৈরী।।
যথায় সংযোগম তথা বিয়োগ অবশ্য।
সলিলের বিম্ব যেন সংসার রহস্য।।
জন্মিলে মরণ যেন অবশ্যই লোক।
জন্ম মৃত্যু দেহ ধরি না করিহ শোক।।
এ সব ঈশ্বর লীলা শুন নরপতি।
সেই সে বুঝিতে পারে কৃষ্ণে যার মতি।।
ইহাতে বিবাদ কেন শুনহ রাজন।
পুনঃ পুনঃ আপনি কহেন নারায়ন।।
এত বলি কহিলেন বহু ইতিহাস।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ দিলেন মুনি ব্যাস।।
সংসার প্রসঙ্গে সেই কথা মুনিগণে।
সনকেরে সিজ্ঞাসা করিল তপোবনে।।
শুনিল মুনিয়া যাহা সনেকের স্থানে।
সে কথা কহেন ব্যাস ধর্ম্মের নন্দনে।।
অনিত্য শরীর ভাই শুন সর্ব্বজন।
নানামত ব্যাধি হেতু প্রাণীর নিধন।।
বিধাতা লিখিল যারে যেমন প্রকারে।
খন্ডন না হয় সেই জনমিলে মরে।।
আপনার কর্ম্ম হেতু মরয়ে আপনি।
চিরজীবী কেহ নহে শুন নৃপমণি।।
প্রথম বয়সে কেহ, কেহ মধ্যকালে।
শেষকাল সরে কেহ বার্দ্ধক্য হইলে।।
বড় ছোট নাহি জানি মরে সর্ব্বজন।
কর্ম্ম অনুরূপ জান পান্ডুর নন্দন।।
অস্ত্রাঘাতে মরে কেহ জলেতে ডুবিয়া।
আস্ত্রাঘাতী হয় কেহ গরল খাইয়া।।
সর্পাঘাতে মরে কেহ গরল খাইয়া।
সর্পাঘাতে মরে কেহ মরে সান্নিপাতে।
শার্দ্দুল ভক্ষনে কেহ মাতঙ্গ হইতে।।
যাহার যেমত কর্ম্ম তার সেই গতি।

হেতু মাত্র মৃত্যু হয় শুন নরপতি।।
মহাধনবান রাজা নানা ভোগ করে।
শুন যুধিষ্ঠির সেই কাল পেলে মরে।।
ভিক্ষা মাগি যেই জন খায় নিতি নিতি।
কাল প্রাপ্তে সে ও মরে শুন নরপতি।।
নানা শাস্ত্র বিচারিয়া করয়ে বিচার।
ভোগ হৈলে অন্তে মৃত্যু হয় যে তাহার।।
অতি দুঃখী মরে চিরজীবী কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির এই সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।।
এ সব ঈশ্বর আজ্ঞা কালে মরে প্রাণী।
তুমি জ্ঞানবান কত বুঝাইব আমি।।
নিত্য শত স্বর্ণ কেহ দ্বিজে দেয় দান।
কালে তার মৃত্যু হয় না হয় এড়ান।।
কোন কোন জন নিত্য নিত্য পাপ করে।
শুন নরপতি সে ও কাল পেলে মরে।।
কিন্তু ধর্ম্ম পথে প্রাণী করিবে যতন।
কদাচিত পাপ পথে নাহি দিবে মন।।
ধর্ম্ম কর্ম্ম আচরিতে বেদের বিধান।
এ সব ঈশ্বর লীলা শুন সাবধান।।
আমার কৌতুক দেখ সকল সংসার।
কালেতে হরিবে সব ধর্ম্মের কুমার।।
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা যথা হয় পরিবর্ত্ত।
সেইমত দুঃখ সুখ কালের বিবর্ত্ত।।
শুন যুধিষ্ঠির কেহ কারে নাহি মানে।
অগাধ সলিলে মৎস্য থাকয়ে বন্ধনে।।
বনে চরে মৃগ, কারে না করে হিংসন।
দেখহ ঈশ্বর লীলী তাহার মরণ।।
ঔষধে না করে ত্রাণ জানাই তোমারে।
কর্ম্মক্ষয় হৈলে প্রাণী অকস্মাৎ মরে।।
ছাওয়াল অকর্ম্মা থাকে বাক্য না সরে।
ভোগ না সমপ্তি হৈতে কেন সেই মরে।।
ইথে কি তোমার, শোক কেন কর বৃথা।
মনে বিচারিয়া দেখ তব পিতা কোথা।।
কোথা সে মান্ধাতা পৃথিদিলেক দ্বিজেরে।
যযাতি নহুষ কোথা শিবি নরবরে।।
হরিশচন্দ্র রুক্মাঈদ ধর্ম্মশীল দাতা।
কালেতে মরিল তাহা বল আছে কোথা।।
দুইখানি কাষ্ঠ স্রোতে একএ মিলিন।
পুনশ্চ বিচ্ছেদ হয় কে কোথায় রয়।।
সেই মত জানিবা বান্ধব সমাগম।
জ্ঞানবান লোকে তাহা না করয়ে ভ্রম।।
নারীগণ গীতবাদ্য করে অনুক্ষণ।
লজ্জাহীন হয়ে শেষে করয়ে ক্রন্দন।।
পিতৃ মাতৃ দেখহ যতেক পরিবার।
মনে বিচারিয়া দেখে কেহ নহে কার।।
কত জন্ম মরণ, নির্ণয় নাহি জানি।
জননী রমনী হয়, রমনী জননী।।
পুত্র হয়ে পিতা হয়, পিতা হয় পুত্র।
অদ্ভুত ঈশ্বর লীলা কর্ম্ম মাত্র সূত্র।।
পথিক সহিত যেন পরিচয় পথে।
সেইমত দিন কত থাকে এক সাথে।।
তাহাতে বিচ্ছেদ হয় নিজকর্ম্ম গুণে।
শোক ত্যাজ যুধিষ্ঠির কিবা ভাব মনে।।
কালে আসে কালে যায় কেহ নাহি দেখে।
কোথা হতে আসে প্রাণী কোথা গিয়া থাকে।।
ক্ষণেক সংযোগ হয় সদা বিভিন্নতা।
শুন যুধিষ্ঠির তুমি শোক কর বৃথা।।
কোথা আছিলাম পূর্ব্বে কোথা চলি যাব।

কে বুঝে ঈশ্বর লীলা কাহাকে কহিব।।
কুম্ভকার চক্রে যেন দিবানিশি ভ্রমে।
সেইমত জানিহ বান্ধব সমাগমে।।
ভাস্করের গতায়াতে দিন হয় ক্ষয়।
সংসার কর্ম্মেতে থেকে তৈন্য হারায়।।
জন্ম জরা মরণ দেখিতে সদা হয়।
তথাপি লোকের মনে নাহি হয় ভয়।।
যখন জন্ময়ে লোক এইত সংসারে।
তখন আইসে প্রাণী যম অধিকারে।।
রসিক জনাতে যেন সেবে মহারস।
জরা জীর্ণসুখে থাকে নহে মৃত্যুবশ।।
ধ্যানে নিরবধি থাকে তপস্বীর সনে।
শুন যুধিষ্ঠির তারে হরে লয় যমে।।
আপনার শরীর রাখিতে নাহি পারি।
কি লাগিয়া পর লাগি শোক করে মরি।।
এত সব তত্ত্ব কথা সনক কহিল।
অস্র নামে ব্রাক্ষ্মণের সন্দেহ ভাঙ্গিল।।
শোক ত্যজ যুধিষ্ঠির শুন নরপতি।
মহাসুখে ভুঞ্জ সসাগরা বসুমতী।।
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্ম নৃপবর।
মৌনেতে রহেন কিছু না দেন উত্তর।।
কৃষ্ণেরে কহেন তবে বীর ধনঞ্জয়।
কত ক্লেশ পান রাজা কহিতে সংশয়।।
জ্ঞাতিবধ পাপে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির।
বিশেষ আকুল বড় ভীম মহাবীর।।
কেমনে পাইবে রাজ্য কহ ভগবান।
বৃথা করিলাম তবে এতক সংগ্রাম।।
আপনি নিশ্চয় কহ রাজা যুধিষ্ঠিরে।
তবে রাজ্য পাই প্রভু জানাই তোমারে।।
দেশান্তরী হয়েছিনু রাজ্যের কারণে।
স্মরিয়া সে সব কথা দুঃখ উঠে মনে।।
বিরাট নগরে বঞ্চিলাম বৎসরেক।
হীনকর্ম্ম করিলাম কহিব কতেক।।
হেন রাজ্য ত্যাজিতে চাহেন যুধিষ্ঠির।
আপনি বুঝাও ও পুনঃ শুন যদুবীর।।
রাজ্য হেতু জ্ঞাতিগণ হইল বিনাশ।
যুধিষ্ঠিরে আপনি বুঝাও শ্রীনিবাস।।
বিক্রম করেছি যত শুনহ শ্রীহরি।
বুঝাও ধর্ম্মেরে তুমি মায়া দূর করি।।
সকল তোমার সাধ্য শুন নারায়ণ।
রাজ্য লাগি করিলাম যত পরাক্রম।।
রাজ্য করিবারে প্রভু বড় ইচ্ছা হয়।
আপনি বিশেষ তাহা জান মহাশয়।।
রাজ্য ধন নাহি চান ধর্ম্ম নৃপমণি।
আমাকে চাহিয়া, নৃপে বুঝাও আপনি।।
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি উঠেন গোবিন্দ।
নয়ন প্রসন্ন যেন বিকচারবিন্দ।।
ভক্তি করি কাছে গিয়া বসেন আপনি।
যুধিষ্ঠির হাতে ধরি কহেন তখনি।।
শোক ত্যাজ মহারাজ শান্ত কর মন।
কেন নাহি শুন রাজা ব্যাসের বচন।।
যে সব মরিল রণে জ্ঞাতি বন্ধুজন।
শোক কৈলে পাবে হেন না হয় রাজন।।
সেব্যমান উদ্বেগে কলহ কন্ডু বাড়ে।
শোকে মন দিল রাজা লক্ষী তারে ছাড়ে।।
আপনি নারদ পুনঃ সঞ্জয়ে কহিল।
তবেত সঞ্জয় রাজা শোক পাসরিল।।
হিতকথা কহিলেন ব্যাস মুনিবর।

তাহাতে আপনি কেন না দেহ উত্তর।।
এতেক কহেন যদি কমললোচন।
কিছু না কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।।
পুনঃ ব্যাস মুনি তাঁরে বুঝান বিস্তর।
মৌনভাবে রাজা তাঁরে না দেন উত্তর।।
কহিল নারদ মুনি নানা উপদেশ।
না করিবা শোক রাজা কহিনু বিশেষ।।
জ্ঞাতিবধ বলি নাহি ভয় কর চিতে।
শোক নিবারিয়া রাজা চল হস্তিনাতে।।
শ্রাদ্ধ শান্তি কর দুর্য্যোধন আদি করি।
দূর কর মৃত্যুশোক হও দন্ডধারী।।
ধর্ম্মকথা নিরবধি করহ শ্রণ।
তবে শোকহীন হবে শান্ত কর মন।।
গঙ্গা হৈতে জাত ভীষ্ম শান্তনু তনয়।
তাঁর দরশনে পাপ হইবেক ক্ষয়।।
মহাবলবান ভীষ্ম শান্তনু নন্দন।
তাঁর দরশনে পাপ হবে বিমোচন।।
শ্রবণ করিতে বেদ অভ্যাস করিল।
ব্রহ্মার তনয় হৈতে সুশিক্ষা পাইল।।
মার্কন্ডেয় মুনি হৈতে ধর্ম্মের নন্দন।
পরশুরাম হৈতে পাইল অস্ত্রগণ।।
ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার সম্পদ।
সাক্ষাৎ ব্রহ্মার যিনি ছিল সভাসদ।।
মহাধর্ম্মশীল ভীষ্ম মহাতেজোময়।
তিনি সব ঘুচাবেন তোমার সংশয়।।
তাঁর দরশনে দূর হবে অমঙ্গল।
শুনিলে জ্ঞানের কথা হইবে নির্ম্মল।।
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
হস্তিনাতে কর গিয়া প্রজার পালন।।
অনাথ ব্রাহ্মণ সব চাহেন তোমাকে।
তোমার কারণে নিত্য কাঁদে প্রজালোকে।।
অবশেষে যত আছে পৃথিবীর পতি।
উপাসা হেতু আছে শুন নরপতি।।
এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্মতি।
হস্তিনায় যাইতে দিলেন অনুমতি।।
ধৃতরাষ্ট্র অগ্রে করি পান্ডুর নন্দন।
হস্তিনাপুরীতে শীঘ্র করেন গমন।।
দিব্যরথে চড়িলেন পান্ডবের পতি।
তাহাতে সারথি হৈল ভীম মহামতি।।
কৃষ্ণার্জ্জুন রথেতে চলেন দুইজন।
সহদেব নকুল রথেতে আরোহণ।।
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি চাপিল বিমানে।
সঞ্জয় যুযুৎসু আদি চলে সব জনে।।
কুন্তী ও গান্ধারী আদি চলে সব জনে।।
কুন্তী ও গান্ধারী আদি নারীগণ যত।
হস্তিনা গমনে সবে চাপিলেক রথ।।
শোকেতে গান্ধারী দেবী নেউটিয়া চায়।
দুর্য্যোধন বলিদেবী কান্দে উভরায়।।
থাক্ কুরুক্ষেত্রে মম শতেক নন্দন।
আমি অভাগিনী যাই আপন ভবন।।
দারুণ বিধাতা এত করিল আমাকে।
কোথায় ত্যাজিয়া আমি যাই সে সবাকে।
সাতকিচাপিল রথে হরষিত চিতে।
কোলাহল করিয়া চলেন হস্তিনাতে।।
ভীম করে সিংহনাদ পেয়ে মনে প্রীত।
তাহা দেখি গান্ধারীর হৃদয় দুঃখিত।।
শীঘ্রগতি দ্বারী গেল হস্তিনানগরে।
ধর্ম্ম আগমন জানাইল সবাকারে।।

দূতমুখে সম্বাদ পাইল পাত্রগণ।
সবে মেলি করে তবে নগর সাজন।।
চান্দোয়া চামর আনি টাঙ্গাইল পথে।
প্রবাল মুকুতাদাম শোভে চারিভিতে।।
বান্ধিল তোরণ সব বড় উচ্চ করি।
কদলী রোপণ করিলেক সারি সারি।।
পুষ্পমালা বনমালা নগরে নগরে।
সুবর্ণের ঘট শোভে দুয়ারে দুয়ারে।।
রাজমার্গ সুসংষ্কার করিল যতনে।
সুবাসিত কৈল পথ অগুরু চন্দনে।।
হস্তিনানগরে যত আছয়ে ব্রাক্ষ্মণ।
ধর্ম্ম আগমণ শুনি আনন্দিত মন।।
আনন্দেতে নানা বাদ্য সবে বাজাইল।
শুভক্ষণে ধর্ম্মরাজ পুরে প্রবেশিল।।
বিজয় পান্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি। ।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।।
অপূর্ব্ব ভারত কথা পুরাণ প্রধান।
এতদূরে নারীপর্ব্ব হৈল সমাধান।।

নারীপর্ব্ব সমাপ্ত।

www.bengaliebook.com